ওম্

জীবন-জ্যোতিঃ

যতীন্দ্রনাথ মল্লিক

ওম্

জীবন-জ্যোতিঃ

যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
ভুতপূর্ব্ব বৈদিক সিদ্ধান্ত প্রচারক
আন্দুল মৌড়ী
জেলা হাওড়া

প্রাপ্তিস্থান
গুরুকুল বিদ্যালয়
ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম
কাউরচণ্ডি কোলাঘাট
মেদিনীপুর

মূল্যঃ পাঁচ টাকা মাত্র

প্রকাশক ঃ
পরিব্রাজক স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী
গুরুকুল বিদ্যালয়, ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম
কাউরচণ্ডী, পোঃ আমলহাণ্ডা
জেলা—মেদিনীপুর

প্রাপ্তিস্থান ঃ
কলিকাতা আর্য্য সমাজ মন্দির
১৯ বিধান সরণী

আর্য্য সমাজ নন্দকুমার কন্যা গুরুকুল
মেদিনীপুর

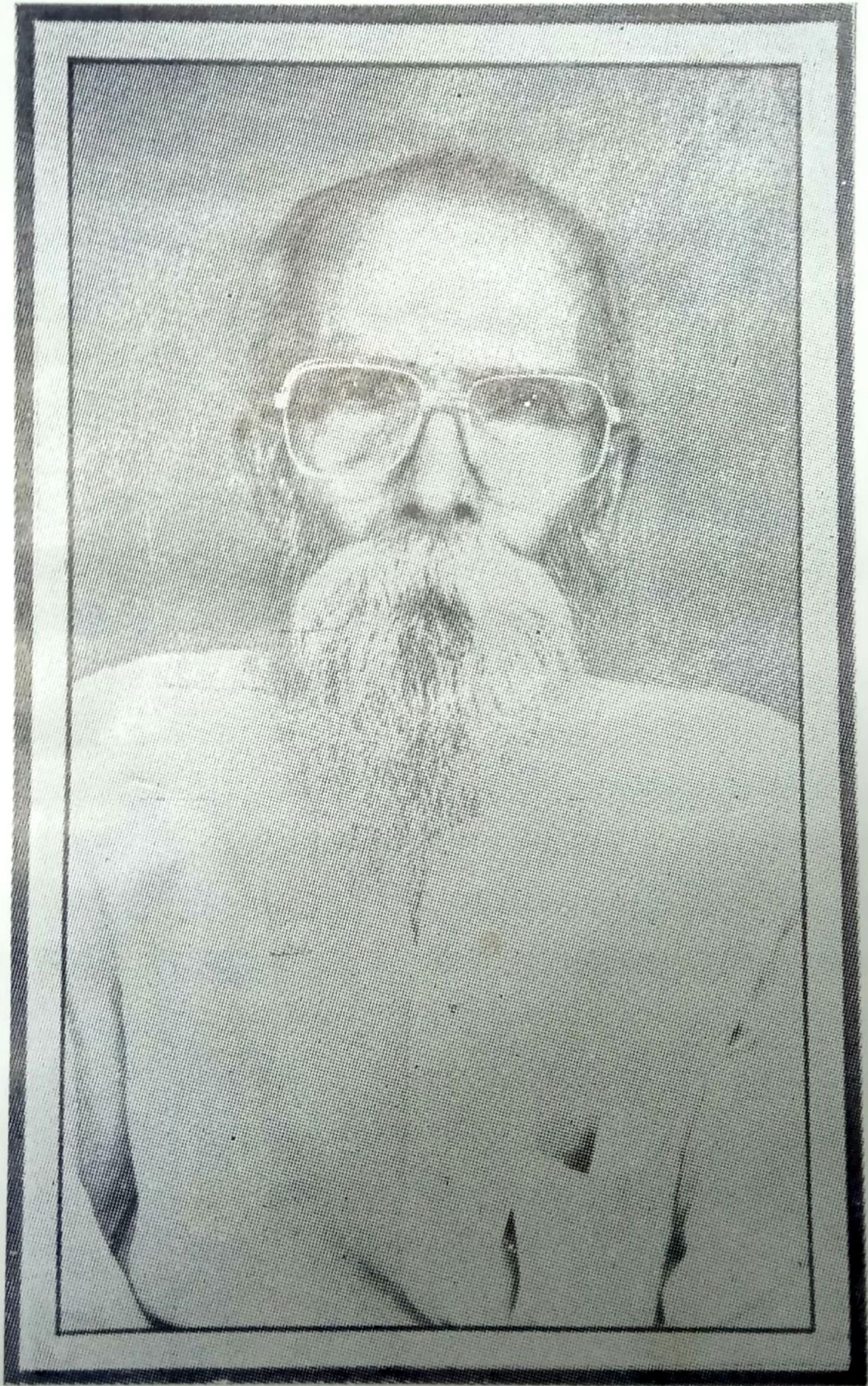
কুদী আর্য্য সমাজ ভায়া এগরা
মেদিনীপুর

হরিণবাড়ী আর্য্য সমা
দঃ ২৪ পরগণা

আর্য্য সমাজ পাথরপ্রতিমা বাজার
দঃ ২৪ পরগণা

দ্বিতীয় সংস্করণ
সন ১৪০৫ November 1998

মুদ্রাকর ঃ
অজিত কুমার চৌধুরী
সাধনা প্রেস
৪৫।১ এফ বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬



আচার্য্য স্বামী শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রী

ওম্ শরণং গচ্ছামি

ঈশ্বরের উপদেশ

ওম্ কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নার॥

[যজুঃ ৪০ অ০ ২ মন্ত্র]

ভাবার্থঃ—হে মনুষ্যগণ। তোমরা উত্তমোত্তম কর্ম করিতে করিতে একশত বৎসর যাবৎ তথা তাহার ঊর্দ্ধে জীবিত থাকার ইচ্ছা কর। তবেই তোমাদের কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

প্রকাশকের নিবেদন

যাহার অর্থানুকূল্যে জীবন জ্যোতিঃ ও মৃত্যুর পরপারে পুস্তক দুখানি পুনঃ প্রকাশনে সম্ভব হইল তাহার সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রীজী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম থানার দিবাকরপুর গ্রামে বাংলা সন ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসের (ইং ১৮৯৯ খৃঃ) মাহিষ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীপদ্মলোচন গুড়িয়া এবং মাতার নাম শ্রীমতী বরদাময়ী দেবী (বাল্য নাম ছিল ভূষণচন্দ্র। বালক ভূষণচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র বলে গণ্য ছিল। হাঁসচড়া হাইস্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারত মাতার মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ভারত ছাড়ো জাতীয় আন্দোলনে ব্রতী হইয়া কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। সেই সময় কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে মাননীয় পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবর্গের সঙ্গে ইং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

পরবর্তীকালে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডার বেদ দর্শনাদি গ্রন্থ পাঠনার্থে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে গৃহত্যাগ করেন। (বর্তমান পাকিস্তান) লাহোর কৃষ্ণনগর ব্রহ্ম মহাবিদ্যালয় আচার্য্য ঋষি রামের নিকট সংস্কৃত তথা বেদানুকুল গ্রন্থ অধ্যয়ণ করিয়াছিলেন এবং পরে "গুরুদত্ত ভবন" উপদেশক বিদ্যালয়ে চার বৎসর এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও হিন্দীতে এম. এ উত্তীর্ণ হইয়া শাস্ত্রী উপাধি অলংকারে ভূষিত হন।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ভারত বিভাজনের পর পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় দীনানন্দ নগরে 'দয়ানন্দ মঠ' স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ সরস্বতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তে ব্রহ্মচারী ভূষণচন্দ্র হলেন ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রী। সংস্কৃত অধ্যয়ন কালে সতীর্থ ছিলেন কলিকাতার পণ্ডিত প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্ত ভূষণ ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার মনোরঞ্জন কাব্যতীর্থ।

পাঞ্জাব লুধিয়ানার ডাল বাজার ও সাধন বাজারে অবস্থিত আর্য্য সমাজে পৌরহিত্যের কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং বৈদিক সিদ্ধান্তমূলক উপদেশ ও প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন। ওই সময় উক্ত স্থানের আর্য্য সমাজের পরিচালিত হিন্দী ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের কার্য্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বঙ্গপ্রান্ত জন্মভূমিতে বৈদিক ধর্মের প্রচার কার্য্য ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ১৯নং বিধান সরণী আর্য্য সমাজের বাৎসরিক ধর্ম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। আসানসোল আর্য্য সমাজের মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধে আসানসোল আর্য্য সমাজ মন্দিরে পৌরহিত্যের কাজে নিযুক্ত হন এবং একই সঙ্গে হিন্দী সংস্কৃত ও বাংলা বিষয়ে বৈদিক কলেজের আচার্য্যের পদ অলংঙ্কৃত করেন।

১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় আর্য্য প্রতিনিধি সভার প্রধান বটকৃষ্ণদেব বর্মন মহাশয়ের অনুরোধে মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট কাউরচণ্ডী গুরুকুল আশ্রমের কুলপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অদ্যাবধি পূজ্য শাস্ত্রীজী সুস্থ শরীরে ঈশ্বরের সাধনে নিমগ্ন আছেন। প্রায় শতবর্ষ আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত। পূজনীয়

ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রীজীর সুস্থ শরীর কামনা করি। আমার সবিনয় নিবেদন ক্রমে মানব জাতির অন্ধ কূপমণ্ডুকতা কুসংস্কারমুক্ত চেতনলাভে তথা সর্বজন কল্যাণের জন্য আমার গুরুজী প্রভাস চন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত মৃত্যুর পরপারে এবং যতীন্দ্র নাথ মল্লিক প্রণীত জীবন জ্যোতিঃ নামক দুই খানি পুস্তক পুনর্মুদ্রণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন! সেইজন্য দাতা শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রীজীর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইতি—

প্রকাশক

পরিব্রাজক শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী

ডিঃ জামতলা আর্য্যসমাজ মানবতীর্থ বৈদিক আশ্রম

পোঃ তাজপুর, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর

শুক্লা বিজয়া দশমী, ১৪ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৪০৫

বিঃ দ্রঃ—শুভাকাংক্ষী ব্যক্তিগণ অনুরূপ প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থ যাহা অর্থাভাবে প্রকাশিত করা সম্ভব হয় নাই। যাঁহারা মানব কল্যাণার্থে অর্থ ব্যয় ও সহযোগীতা করিয়া বৈদিক সিদ্ধান্ত প্রচার কার্য্যে সংকল্প করেন, তাঁহাদের নিকট আর্থিক সহযোগীতার কামনা করি।

দাতা—দানে তাঁহার অন্তর হইতে শান্তি ও সুখলাভ করুন।

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কুলপতির শুভ ভাবনা

আমার কৈশোর জীবনের আকাংক্ষানুযায়ী বেদের পঠন পাঠন করিয়া উহার প্রচার কার্য্যে অদ্যাবধী সংকল্পে ব্রতী রহিয়াছি। আমার সামান্য সঞ্চিত অর্থ দ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্ত ও দর্শন বিষয়ক কিছু অমূল্য ও অপ্রাপ্ত পুস্তক পুনর্মুদ্রনের কার্য্যে ব্যায়িত হোক আমার ঐকান্তিক বাসনা। ঐকান্তিক কামনা পূর্ণ করিবার যিনি প্রেরণা দিয়াছেন। যিনি অদ্যাবধী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দয়ানন্দজীর ঋষিঋণ পরিশোধার্থে বৈদিক ধর্মের প্রচার করিয়া আসিতেছেন। আমার সামান্য সঞ্চিত অর্থ দ্বারা পরবর্তী কালে পুস্তক প্রকাশনের ভার থাকিল। যাহার প্রেরণায় ও সহযোগে আচার্য্য ব্রহ্মদত্তজীর পরিচালনায় কোলাঘাট মহর্ষি দয়ানন্দ আর্য্য গুরুকুল ও আশদতলা বেদমন্দির আশ্রমে কন্যাগুরুকুল সংস্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। আমার সেই প্রিয়জন পরিব্রাজক জামতল্যা আর্য্য সমাজ মানবতীর্থ বৈদিক আশ্রমের সংস্থাপক ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দজীর হাতে অর্পণ করিলাম। পরমাত্মার নিকট আমার প্রার্থনা এই যে, আমার উদ্দেশ্যগুলি প্রকাশনের কার্য্যে সুসম্পন্ন হউক। এবং শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারীর সুস্থ শরীর ও দীর্ঘায়ুর কামনার সহিত লেখনী বিরাম দিতেছি।

ইতি—

শুভাকাংক্ষী

স্বামী শ্রীচৈতন্য শাস্ত্রী

মহর্ষি দয়ানন্দ আর্য্য গুরুকুল কোলাঘাট

কাউরচন্ডী, আমলহান্ডা মেদিনীপুর

ওম্‌

জীবন-জ্যোতিঃ

ভূমিকা

মনুষ্য জন্ম সফল করিবার জন্য ঋষি-মহর্ষিদের দর্শন উপনিষদ আদি বেদানুকুল গ্রন্থ সমূহ, মনুষ্য সমাজে আদর্শ শাস্ত্ররূপে বর্ত্তমান থাকিলেও আধুনিক বিদ্বানগণ মূল সূত্রের ও মন্ত্রের মধ্যে প্রবেশলাভ করা দুরূহ মনে করিয়া প্রচলিত ভাষ্যের উপর নির্ভর করিতে গিয়া ভাষ্যকারদের মতামত ছাড়া শাস্ত্রের গভীর জ্ঞানের কোন সন্ধান না পাইয়া হতাশ হৃদয়ে বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন একরকম ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি আমার ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া বহুদিন হইতে দর্শন উপনিষদআদি ঋষিশাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। তাহার ফলে যৎসামান্য যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছি, তাহার মধ্য হইতে সারসংগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাকারে, মনুষ্য জীবনের জ্যোতিঃর সন্ধান দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। ইহার দ্বারা সমাজের যদি কোন উপকার হয়, নিজেকে ধন্য মনে করিব।

আশাকরি, পাঠকগণ আমার এই ক্ষুদ্র "জীবন-জ্যোতিঃ" পুস্তকখানি নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিবেন।

"শিবালয়"
পোঃ আন্দুল-মৌড়ি, হাওড়া
সন ১৩৬৩ সাল

যতীন্দ্রনাথ মল্লিক

বিষয়-সূচী

ওম্

জীবন-জ্যোতিঃ

মনুষ্য জীবনের ব্রত

"ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষামাপ্নোতি দক্ষিণাম।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে॥"

যজুঃ অঃ ১৯ মঃ ৩০

বেদ ভগবান উপদেশ করিতেছেন, "হে মনুষ্যগণ! তোমরা মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য জানিয়া ব্রত ধারণ করিয়া সংসারে কর্ম্ম কর; (মনুষ্য জীবনে পূর্ণ সফলতা ও শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ লাভের জন্য কর্ত্তব্য পালন করিবার সংকল্পকে ব্রত কহে)। ব্রত ধারণ করিয়া কর্ম্ম করিলে, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য দক্ষিণাস্বরূপ তোমাদের দান করিয়া রাখিয়াছি গ্রহণকরতঃ তাহার সদোপযোগ করিয়া সুখী হও। ঐশ্বর্য্যে মোহপ্রাপ্ত না হইলে আমার উপর শ্রদ্ধা বাড়িতে থাকিবে, আমার উপর শ্রদ্ধা বাড়িলে আমাকে সত্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ জানিয়া ও প্রাপ্ত হইয়া মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে পারিবে।

মনুষ্য বলিতে গেলে জীব জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব, জ্ঞান গ্রহণের উপযোগি, কর্ম্ম করিতে স্বাধীন, চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মাকেই বুঝায়, (বাহিরের আকৃতি ও বংশ পরিচয়ের দ্বারা জাতি বিভাগ হইয়া থাকে) জাতি অর্থে মনুষ্য, গো, মহিষ আদি।

জীবাত্মা, শরীর ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি অহংকাররূপ করণ আদির সাহায্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, উপাসনা রূপ সমস্ত প্রয়োজন সাধিত করিয়া থাকে, ইহারা মনুষ্যের ভৃত্য স্বরূপ। স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয় করণ আদি সমস্তই জড় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাদের ভোগের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। মনুষ্যের ব্রত বলিতে গেলে, আত্মার শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের উপযোগী কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার সংকল্প বুঝায়। মনুষ্য মাত্রেই দুঃখের নিবৃত্তি চায়; সুখের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত মানুষের মধ্যে কোথা হইতে দুঃখ আসিল জানিতে না পারিলে তাহার নিবৃত্তির উপায় কি করিয়া স্থির হইতে পারে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষিগণ জীবনমুক্ত অবস্থায় জীবাত্মার স্বরূপ, সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মার স্বরূপ, সৃষ্টির উপাদান প্রকৃতির স্বরূপ, অতিন্দ্রিয় বেদজ্ঞানের সাহায্যে, যোগজ সামর্থের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া, মনুষ্যের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির উপায় অর্থাৎ ধর্ম্ম যাহা বৈদিক যুগে মনুষ্য সমাজে, ব্রাহ্মণ আদি চারি বর্ণ ব্যবস্থা, ব্রহ্মচর্য্য আদি চারি আশ্রমের ব্যবস্থা, সংসার আশ্রমে গর্ভাধান হইতে অন্তেষ্টি পর্য্যন্ত ষোলহ সংস্কারের ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ লাভের জন্য যম, নিয়ম আদি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের ব্যবস্থা ব্রত ধারণ করিয়া পালন করিবার বিধান দিয়াছেন। বাল্যাবস্থা হইতে এই সমস্ত বৈদিক নিয়ম শৃঙ্খলার সহিত পালন করাই মনুষ্য জীবনের সফলতার একমাত্র পন্থা। ব্রত ধারণ করিয়া কর্ম্ম না করিলে সে কর্ম্ম আত্মার কল্যাণে না হইয়া ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় ভোগ মার্গে হইবার কারণ মনুষ্যকে দুঃখ ও বন্ধনের পথেই লইয়া যাইবে। পরমাত্মার উপদেশ ব্রত লইয়া কর্ম্ম

করিবার জন্য ; নির্লিপ্ত হইয়া কর্ত্তব্য বিচার করিয়া কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইবে না। এইরূপ কর্ম্মের দক্ষিণাস্বরূপ পরমাত্মা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমাদের দান করিয়া রাখিয়াছেন, ঐশ্বর্য্যের সৎব্যবহারের দ্বারা জগতে অসীম কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। জীবনের ব্রত না থাকিলে ঐশ্বর্য্যের মোহে পড়িয়া মনুষ্য জীবন ব্যর্থকরতঃ নিজের ও জগতের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। যেমন পরমাত্মার সৃষ্টির আশ্চর্য্য কৌশলে যে বায়ু, অগ্নি, জল, সূর্য্য আদি দিব্যশক্তি বিশিষ্ট পদার্থ জীবমাত্রের প্রাণস্বরূপ হইয়া পালন, পোষণ ও রক্ষা করিতেছে সেই অগ্নি, জল, বায়ু সূর্য্যাদি দিব্যগুণ বিশিষ্ট পদার্থ, হিংসুক ও দ্বেষ ভাবাপন্ন ক্রূর অধার্ম্মিক, মনুষ্যের শাসনের জন্য বাণস্বরূপ হইয়া অশেষ দুঃখ প্রদান করিতেছে। এই ভাবে জড় ঐশ্বর্য্য জীবের কখন অর্থ কখন অনর্থরূপে সুখ ও দুঃখের কারণ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

"ভাবনোপচয়াশ্ছুদ্ধস্যসবং প্রকৃতিবত্।"

সং দঃ অঃ ৩ সূঃ ২৯

একই জড় প্রকৃতি যেমন বদ্ধ পুরুষের বন্ধনের সহায়ক হইয়া তাহার ভোগের উপাদান যোগাইয়া থাকে এবং মুক্ত পুরুষের মুক্তির সহায়ক হইয়া মুক্তির আনন্দ ভোগের সাহায্য করিয়া থাকে। সেইরূপ মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও ভাবনার অনুকূল জড় ঐশ্বর্য্য সুখ ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। ব্রত পালনের দক্ষিণাস্বরূপ পার্থিব ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মোহমুগ্ধ না হইলে এই ক্ষণভঙ্গুর ভোগ শরীর ও অনিত্য ভোগ্য পদার্থে আসক্তিই যে বন্ধন ও সমস্ত দুঃখের কারণ বুঝিতে পারিয়া, মুক্তি সুখের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পুরুষের, সত্যস্বরূপ,

আনন্দস্বরূপ ও সদা মুক্ত পরমাত্মার উপর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিয়া উপাসনা যোগের দ্বারা সম্বন্ধ করিতে করিতে সত্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া যে আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, পার্থিব ঐশ্বর্য্যের আনন্দ তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ মনে হইয়া স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া আনন্দস্বরূপে অবস্থান করিয়া মুক্তির আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে।

আর্য্য ঋষিগণ মনুষ্যমাত্রকে অমৃতের সন্তান বলিয়া আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিরূপ দিব্য ধাম প্রাপ্তির জন্য ব্রত ধারণ করিয়া কর্ম্ম কর।

ওম্

যম

অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ।

যোঃ সমাঃ সূঃ ৩০

অহিংসা অর্থে মন বাক্যে ও কর্ম্মের দ্বারা হিংসার বৃদ্ধিমূলক কর্ম্ম না করা। মন বাণী ও কর্ম্মের দ্বারা সংসারে দুঃখের নিবৃত্তিমূলক মনবৃত্তি ও কর্ম্মের নাম অহিংসা।

প্রাণিমাত্রের সুখ শান্তি ও উন্নতিতে আনন্দিত হইয়া সহানুভূতির সহিত তাহাদের সাহায্যে তৎপর থাকা। হিংসা মনুষ্যের পরম শত্রু, উহার দ্বারা অপরের অনিষ্ট করিবার পূর্ব্বে নিজের অনিষ্ট আগেই হইয়া থাকে। কারণ হিংসার উৎপত্তি হৃদয়ে, নিজের হৃদয় হিংসার দ্বারা কলুষিত করিলে তবে অপরের অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। হিংসুক লোকের মনে কখন শান্তি থাকিতে পারে না। কারণ—সংসারের চারিধারে লোকের সুখ ও উন্নতি দেখিয়া তাহার হৃদয় সর্ব্বদা দগ্ধ হইতে থাকিবে। হিংসুক লোকের হৃদয় নির্ম্মম ও কঠিন হইবার কারণ, দয়া, পরদুঃখকাতরতা, সহানুভূতি, সরলতা, নম্রতা আদি অধিকাংশ সৎগুণ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। প্রকৃত অহিংসক হইতে পারিলে সংসারে কেহ শত্রু থাকিতে পারে না।

অহিংসাই মনুষ্যত্বের আদর্শকে সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে। অহিংসক না হইতে পারিলে মনুষ্যের অন্যান্য সমস্ত সৎগুণকে নষ্ট করিয়া দেয়। মহর্ষিগণ হিংসার দ্বারা প্রাপ্ত ভোজ্য পদার্থ-মাত্রেই দুষ্ট ভোজন বলিয়াছেন। উহা ভোক্ষণের দ্বারা তমগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়া দেয়। সেই কারণ ঋষি মহর্ষিগণ অহিংসা, সত্য অস্তেয় আদি যম ও নিয়মকে মনুষ্যত্বের প্রথম সোপাম বলিয়া "সার্বভৌমা মহাব্রতম্" বলিয়াছেন।

সত্য—অর্থে মন বাক্যে ও কর্ম্মে একতা।

সত্য মনন, সত্য কথন ও সত্যাচরণের দ্বারা মন শুদ্ধ হইয়া অসীম শক্তিলাভ হইয়া থাকে। সত্য আচরণের দ্বারাই বিদ্বানদিগের মার্গ প্রসারিত হইয়া থাকে। মনুষ্যত্ব সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত, সত্য ভ্রষ্ট হইলে সংসারে তাহার সমস্ত প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়া যায়। সত্যই বিশ্বাসের মূল। কপর্দক শূন্যহইলে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে লক্ষপতি অপেক্ষা বিশ্বাসের পাত্র হইয়া থাকে। মিথ্যা আচরণকারী ও সত্যের মহিমা অবগত আছে। কারণ সেও চাহে না, যে কেহ মিথ্যা বলিয়া তাহাকে ঠকাইয়া লয়। সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত, অথাৎ ইন্দ্রিয়ের মোহরূপ চাকচিক্কের দ্বারা আবৃত; রূপের মোহ, শব্দের মোহ, রসের মোহ, স্পর্শের মোহ ও গন্ধের মোহ অসংযমি পুরুষকে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকে। সত্যকে ছাড়িলে ধর্ম্ম তোমাকে ছাড়িবে না; সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে জানিবার এবং প্রাপ্ত হইবার কোন আশা নাই।

অস্তেয়—অর্থে চুরি ত্যাগ। অসংযম ও ভোগের লোভই মনুষ্যকে চুরির পথে লইয়া যায়। সংযম, নির্লোভ ও ঈশ্বরে বিশ্বাসই অস্তেয় সিদ্ধির উপায়।

ব্রহ্মচর্য্য—অর্থাৎ বেদানুকুল আচরণ করা। বির্য্য ধারণের উপরই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয় সংযম না করিলে বেদানুকুল আচরণ করা সম্ভব নয়। বেদানুকুল আচরণ আত্মার কল্যাণে অর্থাৎ ব্রতের উপর প্রতিষ্ঠিত' ইন্দ্রিয় সংযম না করিয়া কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম আত্মার কল্যাণে না হইয়া ইন্দ্রিয়ের অনুকুলে হইতে থাকিবে; বেদানুকুল কর্ম্মমাত্রেই নিষ্কাম কর্ম্ম (অর্থাৎ কামনার নিবৃত্তি-মূলক কর্ম্ম); ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় যে কর্ম্ম করা যায় উহা স্বকাম কর্ম্ম, (অর্থাৎ ভোগের প্রবৃত্তি মূলক কর্ম্ম), উহা ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণ বিরোধী। ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারাই মনুষ্য জন্ম সফল হইয়া থাকে।

অপরিগ্রহ—অর্থাৎ বিষয় তৃষ্ণা রোহিত হওয়া। বিষয় তৃষ্ণাই মনুষ্যকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয় গ্রহণ করাইয়া উদ্বেগ ও স্বকামবৃত্তি বৃদ্ধির দ্বারা আত্মাকে কলুষিত করিয়া থাকে। আত্মার প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তির নাম অপরিগ্রহ। অপরিগ্রহ সিদ্ধ হইলে অন্তরদৃষ্টি বৃদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য ও সার্থকতার যথার্থ জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

ওম্

নিয়ম

শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানাণি নিয়মাঃ ॥

যোগঃ সমাঃ সূত্রঃ ৩২

মনুষ্যমাত্রকে সংসার যাত্রা শুরু করিতে হইলে কি কি নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিলে মনুষ্য জীবন সার্থক হইতে পারে তাহাই মহর্ষিগণ প্রত্যেক দিনের কর্ম্মপদ্ধতি হিসাবে পালন করিবার বিধান দিয়াছেন।

শৌচ—অর্থে ময়লা পরিষ্কার করিয়া পবিত্র হওয়া। কোন কর্ম্ম শুরু করিতে হইলে যে যন্ত্রাদির সাহায্যে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা মজবুত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই; সেই কারণ আমাদের কর্ম্ম করিবার যন্ত্রস্বরূপ স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি সবল, সুস্থ ও পবিত্র রাখিবার জন্য, শৌচ সন্তোষ আদি পাঁচ প্রকার ক্রিয়াযোগ প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক অভ্যাস করিবার বিধি আছে। নির্ম্মল জলের দ্বারা স্থূল শরীর পরিষ্কার করার নাম বাহ্য শৌচ। ইহার দ্বারা স্থূল শরীর সুস্থ থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় সম্বন্ধের দ্বারা অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করার নাম অন্তর শৌচ। সর্ব্বদা মনকে পবিত্র রাখিতে হইবে কারণ মনের পবিত্রতার উপরই ইন্দ্রিয়গণের শুদ্ধতা নির্ভর করিতেছে।

সন্তোষ—অর্থাৎ মনের উদ্বেগশূন্য অবস্থায় আত্মতৃপ্তির নাম সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ভোগের নাম সন্তোষ। আমারই কর্ম্মফলে সংসারে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া অক্ষুব্ধ মনে আত্মার কল্যাণ চিন্তায় পুরুষার্থের সহিত নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার আগ্রহকে সন্তোষ কহে।

তপঃ অর্থে—শরীরকে শীত উষ্ণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা সহনশীলতার দ্বারা সাধনার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা, যে স্থূল শরীরের দ্বারা বাহিরের সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে তাহাকে কঠিন কর্ম্মঠ ও সংযমের জন্য যাহা যাহা অভ্যাস করা প্রয়োজন তাহার নাম তপঃ। স্থূল শরীরকে ব্যাধি, স্ত্যান, প্রমাদ, আলস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য শীত উষ্ণাদি সহনশীল করা, কঠিন শয্যা ব্যবহারের দ্বারা শরীরকে দৃঢ় করা, তামসিক আহার বর্জ্জনের দ্বারা মনের চাঞ্চল্য ও শরীরের জড়তা দূর করা, সৎকর্ম্ম করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা, সত্যরক্ষা করিবার জন্য অম্লানবদনে সমস্ত কষ্ট সহ্য করা ও ইন্দ্রিয় দমন করিবার জন্য শরীরের নিগ্রহ এবং আত্মনির্ভরতা। এই ভাবে তপঃ অভ্যাস না করিলে মনে সৎকর্ম্ম করিবার, সত্য পালন করিবার এবং ইন্দ্রিয় দমন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও জড়তা ও আলস্যের কারণ কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন করিতে পারিবে না। ব্যাধি স্ত্যান আদি বিঘ্ন আসিয়া উন্নতির সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে, সেই কারণ সাধককে নিয়মমত ও দৃঢ়তার সহিত তপঃ অভ্যাস করিতে হইবে।

সাধ্যায়—অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। মনুষ্য জন্মের সার্থকতা জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যথার্থ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য এবং

সর্ব্বদা মনকে সত্যপথে জাগ্রত রাখিবার জন্য সৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও পরস্পর আলোচনা, বিচার ও তর্ক করা প্রয়োজন। তর্ক ও বিচারের দ্বারাই জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। যথার্থ জ্ঞান ও ধর্ম্মই মনুষ্যকে পথভ্রষ্ট হইতে ও সত্যভ্রষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

ঈশ্বর প্রণিধান—অর্থাৎ ঈশ্বরের গুণ কর্ম্ম স্বভাব চিন্তা করা। ঈশ্বর যিনি কর্ম্মফল দাতা আমার অন্তরে ব্যাপক থাকিয়া সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করিয়া রহিয়াছেন, উপাসনা যোগের দ্বারা প্রত্যহ যদি এইরূপ চিন্তা করা যায়, সমস্ত দুষ্কর্ম্ম হইতে ও পাপ চিন্তা হইতে আমরা বাঁচিতে পারিব।

যম ও নিয়ম পালনের দ্বারাই মনুষ্যত্ব লাভ হইয়া থাকে। সেই কারণ ঋষি মহর্ষিগণ যম ও নিয়মকে মহাব্রত স্থির করিয়া মনুষ্যমাত্রের অবশ্য করণীয় বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।



ওম্

সংসার আশ্রম না ধর্ম্মশালা

সংসার আশ্রম মনুষ্য মাত্রের ধর্ম্মশালা। এই আশ্রমই মনুষ্যের ধর্ম্মসাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

ধর্ম্মশালায় যে সমস্ত যাত্রি আশ্রয় লইয়া থাকে সে আশ্রয়ের স্থান কাহারও নিজস্ব নহে; সংসারে যে গৃহে আমরা জন্মগ্রহণ করি সে গৃহও আমাদের নিজস্ব নহে, যাত্রি হিসাবে আমরা আশ্রয় পাইয়া থাকি। সংসার আশ্রমরূপ ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইবার সহিত তীর্থ স্থানের ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইবার সহিত প্রভেদ কোথায়; সংসাররূপ ধর্ম্মশালায় কিছু বেশীদিন অবস্থান করিবার প্রয়োজন হয় আর তীর্থ স্থানের ধর্ম্মশালায় কিছু কম দিন অবস্থানের প্রয়োজন হয়, প্রভেদ শুধু সময়ের। কার্য্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব হিসাবে কোথাও বেশীদিন ও কোথাও কম দিন অবস্থান করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। তীর্থস্থান বা কোন সহরের ধর্ম্মশালায় যে কার্য্যের উদ্দেশ্য লইয়া আমরা যাই, সে কার্য্য ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট ও লঘু সেই কারণে সেখানে অধিক দিন থাকিবার প্রয়োজন হয় না। সংসার আশ্রমরূপ ধর্ম্মশালায় যে কার্য্যের উদ্দেশ্য লইয়া আমরা আসিয়াছি উহার সীমা মহৎ এবং গুরুত্ব অধিক। আমরা যখন তীর্থস্থানে বা কোন সহরের ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লই তখন যে কার্য্যের উদ্দেশ্য লইয়া আমরা গিয়াছি সে কার্য্য সাধন করিবার জন্যই সর্ব্বদা তৎপর থাকি ও যতশীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে পারি সেই চেষ্টাই আমাদের হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-শালায় অবস্থান ও আহার বিহার আদি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির

সহায়করূপে ব্যবহার করিয়া থাকি বলিয়া তাহাতে কোন আশক্তি জন্মায় না। সেই কারণ জীবনে আমরা তীর্থ স্থানের ও সহরের কত ধর্ম্মশালায় ঘুরিয়াছি কত রকমের ভোগ করিয়াছি তাহার কোন সংস্কারই হৃদয়ে পড়ে নাই। বাহিরে গিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিবার উপযোগী যে কর্ম্ম আমরা করিয়াছি ও যে সৌন্দর্য্য আমরা দেখিয়াছি তাহারই সংস্কার হৃদয়ে রহিয়া গিয়াছে।

সংসার আশ্রমরূপ ধর্ম্মশালায় আমরা আসিয়াছি মনুষ্য জীবনের মহান উদ্দেশ্য লইয়া। ইহার গুরুত্ব অনেক অধিক। সেই কারণ কিছু বেশিদিন এখানে থাকিবার প্রয়োজন আছে। মানুষের কর্ম্মে যেমন স্বাধীনতা আছে তাহার কর্ত্তব্যের মধ্যেও সেইরূপ গুরুত্ব আছে। সন্তান যখন সংসার আশ্রমরূপ ধর্ম্মশালায় মাতা পিতার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িল তখন সে সম্পূর্ণ পরাধীন। মাতা পিতার উপর তাহার জীবন গঠনের পূর্ণ দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। মাতা পিতাগণ পুরুষানুক্রমে তাহাদের জীবন গঠনের পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহারা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য না জানা বশতঃ সন্তানগণকেও কোন শিক্ষা দিতে পারে না। সংসার আশ্রম-রূপ ধর্ম্মশালায় আসিবার উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাওয়ায়, ব্রতশূন্য অবস্থায় একস্থানে অধিক দিন অবস্থান করিবার কারণ বাসস্থান ও শরীরের উপর মমতা জন্মাইয়া এবং আহার বিহারের দ্বারা শরীর রক্ষা করাই মনুষ্য জীবনের মুখ্য প্রয়োজন মনে করিয়া তাহারই প্রাপ্তির চেষ্টায় আমরা দিনের পর দিন কাটাইতেছি। মনুষ্য জীবনের মহান উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া, আমরা যে সংসার আশ্রমরূপ ধর্ম্মশালায় যাত্রিরূপে আসিয়াছি একথা একেবারেই বিস্মরণ

হইয়া গিয়াছি। আমরা এই জীবনে ধর্ম্মশালায় কত যাত্রিকে আসিতে দেখিলাম, আবার কত যাত্রিকে চলিয়া যাইতে দেখিলাম, কত যাত্রি পূর্ব্বে আসিয়াছিল তাহারা সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছে, আমরাও কয় বৎসর হইল আসিয়াছি কবে যাইতে হইবে এখনও দিনস্থির হয় নাই। এইভাবে অসংখ্য যাত্রির ভিড় লাগিয়াই আছে। ইহাদের মধ্যে কয়জন যাত্রি এই সংসার আশ্রমরূপ ধর্ম্মশালাকে ও শরীরকে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়করূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন? শিক্ষার অভাবে শৈশবে জীবন গঠন না হইলেও জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য জীবনের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াও যদি এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ও ক্ষণস্থায়ী পান্থশালার মোহ না কাটে তাহা হইলে এই শরীর ছাড়িয়া যাইবার সময় পার্থিব ঐশ্বর্য্য, পান্থশালা ও পরিবারবর্গের মায়া মমতা ও ভবিষ্যৎ জীবনের বিভীষিকার ছবি আমাদিগকে অধীর ও মুহ্যমান করিয়া তুলিবে। অনন্ত দয়ার সাগর পরমাত্মা আমাদের এই মোহ কাটাইবার জন্য মনুষ্যের মধ্যে বিকর্ম্মের ভয়াবহ ফলের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এবং বিচিত্র ভোগ যোনির অসীম দুঃখ ভোগের প্রত্যক্ষ নিদর্শন সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়া কর্ম্মফল ভোগের নিশ্চয়তা প্রত্যক্ষ করাইতেছেন।

ওম্

দৈব ও পুরুষকার

বেদের মুখ্য অর্থ ঈশ্বর, গৌণ অর্থ জ্ঞানী, বিদ্বান এবং দিব্য গুণবিশিষ্ট সৃষ্ট পদার্থ যথা—সূর্য, বায়ু, অগ্নি, জল পৃথিব্যাদিও বুঝায়। এখানে কর্ম্মফল সম্বন্ধে যখন বিচার দেখা যাইতেছে তখন মুখ্য অর্থ ঈশ্বরকেই দেব ধরিতে হইবে। কারণ কর্ম্মফল দাতা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। আমরা প্রারব্ধ বা অদৃষ্ট হিসাবে যে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি উহাকেই দৈব কহে।

কর্ম্ম করিবার অধিকার ও স্বাধীনতা মানুষেরই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকি উহা তিন ভাগে বিভক্ত দ্বারা ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি; ক্রিয়মান, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ বা অদৃষ্ট হিসাবে ক্রমপূর্ব্বক কর্ম্মফলের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকি তাহার কতক ফল প্রত্যক্ষ হিসাবে যাহা পাইয়া থাকি তাহাই ক্রিয়মান, কর্ম্মের কতক ফল যাহা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না তাহাই সঞ্চিত এবং ফল পাওয়া যাইতেছে অথচ কোন্ কর্ম্মের ফল জানা যায় না তাহাই প্রারব্ধ বা অদৃষ্ট; কর্ম্মের ফল পূর্ব্বে যাহা সঞ্চিত ছিল তাহাই পরে প্রারব্ধ ফল কর্ম্ম হিসাবে পাইয়া থাকি, উহাই অদৃষ্ট। এইভাবে আমরা যথার্থরূপে ও ক্রমহিসাবে নিজ নিজ কৃতকর্ম্মের ফল জন্ম জন্মান্তরে ভোগ করিয়া আসিতেছি। কর্ম্মফলের উপর আমাদের কোন অধিকার দেখা যায় না। কর্ম্মফলে মানুষের অধিকার

থাকিলে কেহ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিত না এবং বন্ধনের মধ্যেও কেহ থাকিত না। সাংখ্য দর্শনে দেখা যায় যথা—

ন ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে ফল নিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ।

সাং ঃ অ ৫ সূঃ ২

ঈশ্বরের অধিষ্টাতৃত্বে জীবের কর্ম্মফলের ব্যবস্থা হইয়া থাকে ; কর্ম্ম ও জড় তাহার ফল ও জড় বিচার করিয়া জন্ম জন্মান্তরে ক্রম পূর্ব্বক ফল বিধান করিবার শক্তি উহাদের থাকিতে পারে না ; এবং মানুষেরও কর্ম্ম ফলের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না। ন্যায় অনুযায়ী সমূহ জীবের অনাদি অনন্ত কর্ম্মের ফল বিধান, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্ববিৎ সর্ব্বব্যাপক এবং সমস্ত জীবের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখিবার শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর ভিন্ন আর কে করিতে সমর্থ ? কেহই নহে—সেই কারণ কর্ম্মফল দাতা ঈশ্বরকে মানিতেই হইবে।

জীব জগতের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ কারণ জ্ঞানবিচার ও কর্ম্ম করিবার অধিকার মানুষেই পাওয়া যায়, অন্য কোন ইতর জীবে দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরুষ যাহা অভিলাষ করে ও তাহার প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত কর্ম্ম ও চেষ্টা করিয়া থাকে তাহাকেই পুরুষ-কার কহে। মানুষের কর্ম্ম ও চেষ্টার উপরই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে। এই জীবনের মধ্যেই আমরা উহা উপলব্ধি করিয়া থাকি। জীবনের প্রথম অবস্থা হইতে যাহারা নিয়ম, শৃঙ্খলা ও কর্ত্তব্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া জীবনকে পরিচালিত করেন তাহাদেরই আমরা মনিষী এবং আদর্শ পুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি। ইহাতে বুঝা যাইতেছে

পুরুষকারের উপরই আমাদের ইহজন্মের ফলাফল ও পরজন্মের ফলাফল সমস্তই নির্ভর করিতেছে। পুরুষকারই ক্রিয়মান, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ ভেদে ইহজন্মে ও জন্মান্তরে ফল প্রাপ্তির একমাত্র সাধন। আমাদের কর্ম্মের উপরই ভাল মন্দ সমস্ত ফল নির্ভর করিতেছে। কঠ উপনিষদে উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্ট পরমে পরার্দ্ধে। কঠঃ পরমাত্মা প্রাণী মাত্রের হৃদয় মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের দ্বারা সাক্ষী স্বরূপে অবস্থান করিয়া যথার্থরূপে প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্ম্ম অনুযায়ী ফল বিধান করিয়া থাকেন। কর্ম্ম ফলদাতা যখন সর্ব্বজ্ঞ ন্যায়কারী ঈশ্বর, তখন ফলের সম্বন্ধে মানুষের কোনও চিন্তারই প্রয়োজন নাই ; গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন, যথা—

"কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফল হেতুর্ভূর্ম্মাতেসঙ্গোঽস্তু কর্ম্মণি ॥"

গীঃ অঃ ২ শ্লোকঃ ৪৭।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য স্থির করিয়া পুরুষকারের দ্বারা কর্ম্ম করিবার অধিকার আমাদের আছে, ফলের উপর কোন অধিকার নাই। সেই কারণ ঈশ্বরের বিধি নিষেধ অর্থাৎ বেদ বিধি অনুযায়ী কর্ম্ম করাই আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।

———

ওম্

পাপ ও পুণ্য

আত্মার প্রতিকুল জ্ঞান ও কর্ম্মের নাম পাপ কর্ম্ম এবং আত্মার অনুকুল জ্ঞান ও কর্ম্মের নাম পুণ্য কর্ম্ম।

শরীরের কর্ত্তা ও ভোক্তা জীবাত্মা, পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে। জীবের মধ্যে মনুষ্যেরই কর্ম্মের স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারের মধ্যে পাপ ও পুণ্যের কোন নির্দ্ধারিত কর্ম্মের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই কারণ পাপ ও পুণ্যের বিচিত্র ব্যাখ্যার উদ্ভব হইয়াছে; একজন যাহাকে পাপ বলিয়া ত্যাগ করিতেছে অন্য একজন তাহাকেই পুণ্য বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছে। জীবের স্বরূপে পাপ এবং পুণ্য থাকিতে পারে না কারণ পাপ এবং পুণ্য পরস্পর পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট; তবে মনুষ্যের মধ্যে পাপ এবং পুণ্য কোথা হইতে আসিল এই প্রশ্ন লোকের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। মনুষ্য মাত্রেই দুঃখ ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চায়, তবে সে দুঃখ ও বন্ধনে পড়িল কেন? এই বিচারের মধ্যেই পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের বিচার লুক্কায়িত আছে। আত্মার অনুকুল সুখ ও শান্তি; যে কর্ম্ম করিলে সুখ ও শান্তি পাওয়া যায় এবং বন্ধন ও দুঃখ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় তাহাই পুণ্য কর্ম্ম। আত্মার প্রতিকুল দুঃখ ও অশান্তি; যে কর্ম্ম করিলে দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতে হয় এবং

বন্ধনে পড়িয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহাই পাপ কর্ম্ম। আত্মার অনুকূল ও প্রতিকূল ফল প্রাপ্তির উপর পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের বিচার করিতে হইবে। যে কর্ম্ম করিলে মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষিত শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ অভ্যুদয় ও নিশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে তাহাই পুণ্য কর্ম্ম বা ধর্ম্ম। আর যে কর্ম্ম করিলে তাহার ইচ্ছার ও আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধ বন্ধন ও অশেষ দুঃখের মধ্যে পড়িতে হয়, তাহাই পাপ কর্ম্ম বা অধর্ম্ম। জীবাত্মার স্বরূপ, বন্ধন এবং মুক্তির কারণ জানিতে পারিলে তবে পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইবে। জীবাত্মার স্বরূপ ও বন্ধনের কারণ না জানা বশতঃ প্রবৃত্তি অনুযায়ী ইন্দ্রিয়ের প্রেরণার কর্ম্ম করিবার কারণ কর্ম্ম নির্দ্ধারণে এত বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। কর্ম্মের গতি অতি গহন ; আত্মার কল্যাণ ও অকল্যাণের উপর বিচার করিয়া কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞানরে আবশ্যক। সৃষ্টির মূল কারণ পারমার্থিক নিত্য ও অনাদি তিন পদার্থ—প্রকৃতি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ; এই তিন অনাদি নিত্য পদার্থের জ্ঞানের উপর পাপ ও পুণ্যের বিচার নির্ভর করিতেছে।

———

সৃষ্টির অর্থ

সৃষ্টি অর্থে কার্য্যই বুঝায়। কার্য্য মাত্রেই সংযোগ জন্য; কারণ পদার্থের সংযোগ সমষ্টি কার্য্য দ্রব্য রূপে প্রকাশিত। সৃষ্টি এই বাক্যের মধ্যেই কারণ পদার্থের সৎভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। সৃষ্টিরূপ কার্য্য বলিতে গেলেই উপাদান, নিমিত্ত ও সাধারণ কারণের বর্ত্তমানতা স্বীকার করিতেই হইবে। কার্য্য মাত্রেই জড় ও উপাদান কারণের সংযোগ সমষ্টি; কার্য্যের মধ্যেই নিমিত্ত কর্ত্তা ও ভোক্তা লুক্কায়িত আছে। উপাদান কারণ জড় বলিয়া কার্য্য উৎপন্ন করিবার তাহার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কার্য্য উৎপন্ন রহিয়াছে দেখিয়াই ভোক্তা জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ভোক্তা জীবের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয়াদিকরণ এবং ভোগ্য পদার্থ সৃষ্টি করিয়া লইবার নিজের অসমর্থতা, সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা নিরপেক্ষ নিমিত্ত কারণ ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা ও সৃষ্টি কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণ করিতেছে, চক্ষুস্মান ব্যক্তি মাত্রেই সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া থাকেন।

সৃষ্টি বলিতে গেলেই অনাদি নিত্য প্রকৃতি, অনাদি নিত্য ঈশ্বর ও অনাদি নিত্য ভোক্ত জীব স্বীকার করিতেই হইবে। সৃষ্টি যখন সর্ব্ববাদি সম্মত প্রত্যক্ষ বস্তু তখন এই তিন অনাদি নিত্য পদার্থের অস্তিত্বের কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। যাহারা প্রত্যক্ষ পদার্থ মাত্রেই মিথ্যা ও ভ্রম বলেন তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব ও বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিবার কোন উপায়ই আবিস্কার করিতে পারেন নাই।

ওম্‌

সুখ ও শান্তি

আত্মার অনুকুল অনুভূতির নাম সুখ, আত্মার প্রতিকুল অনুভূতির নাম দুঃখ, সেই কারণ প্রত্যেক আত্মার সুখ ও দুঃখের অনুভুতি প্রবৃত্তি অনুযায়ী আলাদা হইয়া থাকে এবং যথার্থ জ্ঞানের অনুভূতির দ্বারা আত্মতৃপ্তির নাম শান্তি।

সুখ ও শান্তির অনুভব কর্ত্তা জীবাত্মা ; জীব স্বয়ং কিছুই অনুভব করিতে পারে না। করণাদির সাহায্যে অনুভব করিয়া থাকে। চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই জানেন যে মনের দ্বারাই আমরা সমস্ত অনুভব করিয়া থাকি ও মনই অন্যান্য করণ ও ইন্দ্রিয়গণকে চালিত করিয়া থাকে। প্রত্যেক মানুষই সুখ ও শান্তি চায় ; মনের শুদ্ধতার উপরই আমাদের সমস্ত সুখ ও শান্তি নির্ভর করিতেছে। পরমাত্মা আমাদের যে সমস্ত করণ ও ইন্দ্রিয়াদি প্রদান করিয়াছেন উহাদের প্রত্যেকটীর জন্য বিভিন্ন কর্ম্ম ভোগ ও শক্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। একমাত্র মনকে স্বাধীন করিয়া ও অসীম শক্তি দিয়া সমস্ত করণ ও ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া মনুষ্যকে কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। মানুষের মনের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার উপর তাহার সমস্ত সুখ ও দুঃখ, শান্তি ও অশান্তি, মনুষ্যত্ব ও বর্ব্বরতা সমস্তই নির্ভর করিতেছে। মনের শক্তি ও শুদ্ধতা দ্বারা এই মানুষই ঋষি, মহর্ষি

ও দেব আখ্যা লাভ করিয়া থাকে এবং মনের অশুদ্ধতার দ্বারা এই মানুষই রাক্ষস ও পিশাচ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সেই কারণ আমাদের মন যাহাতে সর্ব্বদা শুদ্ধ ও শিবসংকল্পযুক্ত রাখিতে পারা যায় তাহার জন্য শত পরতঃ চেষ্টা করা প্রয়োজন।

মনের তেজ ও শুদ্ধতা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। "মন সত্যেন শুদ্ধতি।" মনুঃ।

প্রকৃত সুখ ও শান্তি আত্মজ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় ভোগ জনিত সুখ, দুঃখ বৃদ্ধির নামান্তর মাত্র, কারণ ভোগ সুখই পার্থিব বিষয়ে অনুরাগ বৃদ্ধির কারণ এবং বিষয়ে রাগই বন্ধন ও সমস্ত দুঃখের কারণ। সেই হেতু বিবেকী পুরুষ সাংসারিক ভোগ সুখকে দুঃখ পক্ষে ফেলিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হইতে নিষেধ করিয়াছেন। শরীর রক্ষাও আত্মজ্ঞানের সহায়ক, পার্থিব বিষয় গ্রহণ ব্যতীত অতিরিক্ত বিষয় গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেগ ও স্বকাম বৃত্তি বৃদ্ধির দ্বারা ভূতাত্মাকে কলুষিত করিয়া অসীম দুঃখ ও অশান্তি আনয়ন করিয়া থাকে। প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি যথার্থ জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না।

ওম্

বেদ ও ঈশ্বর

"নিজ শক্ত্যাভি ব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রমান্যম" ॥ সাং অঃ ৫ সঃ ৫১।

ঈশ্বরের স্বাভাবিক শক্তি বেদরূপে প্রকাশিত বলিয়া বেদ স্বতঃ প্রমাণ, ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া তিনিই বেদরূপে প্রকাশিত; ব্রহ্মই বেদ এই কারণ উহা স্বতঃ প্রমাণ অর্থাৎ উহার প্রমাণের জন্যে অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না, সূর্য্য যেমন সমস্ত পদার্থকে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে সেইরূপ বেদ জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া স্বতঃ প্রকাশ ও সমস্ত বিদ্যার কারণ ও ভাণ্ডার। আর্য্য ঋষিদিগের অভ্রান্ত শাস্ত্র উপনিষদ ষড়দর্শন মনুস্মৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদি পুস্তকে উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক সৃষ্টির আদিতে শাশ্বতঃ জীবের ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ সিদ্ধির জন্য ঈশ্বর উপযুক্ত ঋষি হৃদয়ে জ্ঞানের ভাণ্ডার চতুর বেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরম্পরা হিসাবে আজ পর্য্যন্ত বেদের প্রাধান্য সকল আর্য্য বিদ্যানেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন; এবং সংস্কার অনুযায়ী এখনও আর্য্য সন্তান মাত্রেই বেদের নামে মস্তক অবনত করিয়া থাকে। সৃষ্টির তিন অনাদি কারণ ব্রহ্ম জীব ও প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞান কাহার স্বরূপ জানা প্রয়োজন। প্রকৃতি জড় তাহার স্বরূপ কিম্বা গুণ জ্ঞান হইতে পারে না, জীব চিৎস্বরূপ অজ্ঞ তাহার স্বরূপ জ্ঞান কি

করিয়া হইবে? যদি জীবের স্বরূপ জ্ঞান হইত তাহা হইলে তাহাকে জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার প্রয়োজন হইত না এবং বন্ধনে কখনও পড়িত না; জীবাত্মা চিৎস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম। আমরা সংসারে কি প্রত্যক্ষ করিতেছি? জীবের মধ্যে মনুষ্যকেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে দেখিতেছি তাহাও পুরুষার্থ হিসাবে ও পূর্ব্বজন্মের সংস্কার হিসাবে কাহারও কম ও কাহারও অধিক হইয়া থাকে, এবং পুরুষার্থ না করিলে মনুষ্যের মধ্যে বিদ্যার অভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে নিশ্চয় হইতেছে যে জ্ঞান জীবের স্বরূপ নহে, কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিবার যোগ্য। প্রত্যেক সৃষ্টির আদিতে মনুষ্যগণ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা ছাড়া আর কাহার নিকট হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে? জীবাত্মার স্বরূপত জ্ঞান নাই, প্রকৃতি জড় তাহার স্বরূপে জ্ঞান থাকা অসম্ভব, অতএব স্থির হইতেছে জ্ঞান ঈশ্বরেরই স্বরূপ, তাঁহার নিকট হইতে মনুষ্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন বিচার প্রয়োজন ঈশ্বরের নিকট হইতে মনুষ্য কি প্রকারে জ্ঞান প্রাপ্ত হইল। ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপক এক রস অমূর্ত্ত অর্থাৎ স্থান অধিকার করেন না বলিয়া সকল জীবের ও সমস্ত পদার্থের মধ্যে ও বাহিরে ওতপ্রোতঃ ভাবে ব্যাপ্ত থাকিয়া সর্ব্বজ্ঞ বীজরূপে সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে অবস্থান করিয়া রহিয়াছেন।

ঈশ্বর জীব ও প্রকৃতি এই তিন পদার্থ অনাদি ও নিত্য হইবার কারণ এই সৃষ্টি প্রবাহরূপে অনাদি সৃষ্টির পর প্রলয় আবার প্রলয়ের সৃষ্টি এই ভাবে অনাদিচক্র চলিতেছে। প্রলয়ের পর সৃষ্টির প্রথমে অমৈথুনি জীব সৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা শ্রুতি,

স্মৃতি ও ন্যায়ে অনুমোদিত। ঐশ্বরীয়া সৃষ্টির উপযুক্ত পূর্ব্ব সৃষ্টির বৈদিক সংস্কারে যুক্ত মনীষিগণই সৃষ্ট হইয়াছিলেন কারণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুণ্য প্রভাবে গর্ভযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়া অযোনিজ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অযোনিজ মনিষিগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ও বৈদিক জ্ঞানের প্রবল সংস্কারযুক্ত ছিলেন সেই চারিজন ঋষি যথা—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরার হৃদয়ে; সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ঋক্, যজু, স্যাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করিয়া আছেন। সৃষ্টির প্রথমে জীবের জন্য সপ্তদশ তত্ত্বাত্মক সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর এবং বায়ু, অগ্নি, জল, সূর্য্য, পৃথিবী, পাহাড়, নদী, সমুদ্র এবং ভোগের যাবতীয় দ্রব্য জীবনধারণ ও সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু জীবের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ ও মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র সহায়ক জ্ঞান প্রদান করেন নাই একথা একেবারেই বিচার বিরুদ্ধ দোষে দূষিত। অনাদি জীবের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সিদ্ধির জন্য প্রত্যেক সৃষ্টির প্রথমে পরমাত্মা তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান, ঋষি হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া থাকেন। বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যথা—"যজ্ঞেন বাচাহ পদবিয় মায়ন্তবৃন্দন ঋষিষু প্রবৃষ্টম্"। ধ্যানাবস্থিত হইয়া অগ্নি আদি ঋষিরা পরমাত্মার নিকট হইতে বেদ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈশ্বর গুরু স্বরূপ হইয়া উক্ত ঋষিদিগের হৃদয়ে জ্ঞান শিক্ষা দিয়া দিলেন। যোগ দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় যথা—"স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালে না নবচ্ছেদাত্॥" যোঃ সমাঃ সুঃ ২৬। হৃদয়ই জ্ঞান গ্রহণের উপযুক্ত ক্ষেত্র। পরমাত্মা সকল পদার্থে ও সকল জীবের

মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ করিয়া রহিয়াছেন। যথা সময়ে উপাদান কারণ পরমাণু লইয়া যে নিয়মে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জ্ঞান প্রকাশের জন্য সে নিয়ম হইতে পারে না, কারণ জড়ের জ্ঞান গ্রহণের শক্তি নাই। উহার মধ্য দিয়া জ্ঞান প্রকাশ হইতে পারে না; জ্ঞান গ্রহণ করিবার শক্তি স্বরূপই জীবাত্মা এবং জীবের মধ্যে মনুষ্যই জ্ঞান গ্রহণ করিতে সমর্থ, সেই কারণ প্রত্যেক সৃষ্টির আদিতে উপযুক্ত মনুষ্যের হৃদয়ে জ্ঞান প্রকাশ করাই স্বাভাবিক ন্যায় সঙ্গত ও যুক্তি সিদ্ধ।

বেদে উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে অন্ধের মত বেদ পড়িলে বা গ্রহণ করিলে কোন ফলই হইবে না। বেদ হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ মননের দ্বারা তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান অনুযায়ী কর্ম্মের দ্বারা তাহার ফলপ্রাপ্ত হইয়া উপদেশের যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করা। এই ভাবে এই সৃষ্টির আদি হইতে চতুর বেদ ও জীবন মুক্ত ঋষিদের বেদানুকুল শাস্ত্র এবং গুরু পরম্পরা জ্ঞান চলিয়া আসিতেছিল। মহাভারতের পূর্ব্ব সময় অবধি পৃথিবীতে একই বৈদিক ধর্ম্ম এবং সার্ব্বভৌম রাজ্য শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বেদ ও বেদানুকুল দর্শন মনুস্মৃতি উপনিষদ ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদি শাস্ত্রই সংসারে প্রচলিত ছিল এবং যাহারা বৈদিক নিয়মে চলিত তাহারা আর্য্য এবং বেদ বিরোধী মনুষ্যদের অনার্য্য বলিত। ভারতবাসীদের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে ও পুরুষার্থের অভাবে বৈদিক গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম উঠিয়া যাওয়ায় সংস্কার দুষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া রাজাদের সাহায্যে বেদ ও বেদানুকুল

শাস্ত্রকে চাপা দিয়া তন্ত্র ও পুরাণ আদি গ্রন্থ রচনা করিয়া বেদের সরল ভাবার্থ ও বেদানুকুল বলিয়া প্রচারের দ্বারা ধর্ম্মের বিভিন্ন পন্থা প্রদর্শনকরতঃ শত শত ধর্ম্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি করায় সারা পৃথিবীর মানব সমাজের আজ এই অবস্থা। জড়তা ও মনের মধ্যে অসামর্থতার ভাব পোষণ করা রূপ বিঘ্ন আমাদের সম্মুখে হিমালয়ের মত মস্তক উত্তোলন করিয়া উন্নতির সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমরা যে আর্য্য ঋষির বংশধর ও অমৃতের সন্তান এই কথা স্মরণ করিয়া জড়তা ও অসমর্থতা মন হইতে দূর করিয়া দিয়া পুরুষার্থের দ্বারা কর্ম্ম ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া না পড়িতে পারিলে আর্য্য বৈশিষ্টের শেষ চিহ্ন অবধি লুপ্ত হইয়া যাইবে।

———

ওম্

মুক্তি

দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যা জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে
তদনন্তরাপায়াদ পবর্গঃ। ন্যায় সূঃ ২

মুক্তি অর্থে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগ করা। অনাদি নিত্য তিন পদার্থের মধ্যে জীবেরই মুক্তির প্রয়োজন দেখা যায়। প্রকৃতি জড় বলিয়া তাহার সম্বন্ধে বন্ধ মুক্তের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। পরমাত্মা নিত্যমুক্ত আত্মাকাম জ্ঞানস্বরূপ একরস তাঁহাকে বন্ধ কিম্বা মুক্ত কোন আখ্যাই দেওয়া যাইতে না, কারণ বন্ধন ও মোক্ষ অবস্থা বিশেষ শ্রুতি স্মৃতি ও ন্যায় বিচারের দ্বারা বন্ধন জীবেরই প্রমাণিত হইতেছে। বন্ধনের ও মুক্তির অনুভূতি জীবজগতে মানুষের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানুষই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চায়, অথচ মানুষের বন্ধন অবস্থাই সংসারে প্রত্যক্ষ হইতেছে। বন্ধন জীবের স্বাভাবিক হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইত না। বন্ধন যখন জীবের স্বাভাবিক নয় এবং বন্ধনে থাকিবার ইচ্ছাও দেখা যায় না, তখন জীবের এ বন্ধন কোথা হইতে আসিল এ প্রশ্ন চিন্তাশীল মানুষেয় হৃদয়ে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। বন্ধনের কারণ জানিতে পারিলে তাহার মোচনের উপায় নিঃসন্দেহে জানা যাইতে পারে মুক্ত অবস্থা জীবের যে স্বাভাবিক নহে ইহা প্রত্যক্ষ

এবং বন্ধনও স্বাভাবিক নহে। তবে জীব মুক্তি চায় কেন? অনাদি ও নিত্য জীব অনাদিকাল হইতে বন্ধন ও মোক্ষ নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে চক্রবৎ ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া, মৃত্যু ভয়ের মত মানুষ্যের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মনুষ্য যখন মুক্তি চায় তখন কর্ম্ম করিতে স্বাধীন মানুষই পুরুষার্থের সহিত জ্ঞান কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা বন্ধনের কারণগুলিকে দূর করিতে পারিলে তবে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। চিৎস্বরূপ অজ্ঞ জীব মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া যথার্থ জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে না পারিলে অবিদ্যার মোহে ইন্দ্রিয় দোষজনিত ভোগ্য পদার্থে প্রবৃত্তিই এই জন্ম বা বন্ধনের কারণ। অমৃতের সন্তান মানুষ অবিদ্যা অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধরূপ সুবর্ণ পাত্রের উজ্জ্বল চাকচিক্যের মোহে পড়িয়া উহার মধ্য হইতে সুখ ও মুক্তির সন্ধান করিতে গিয়া গুটিপোকার মত নিজের জালে নিজে বদ্ধ হইয়া মুক্তির পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনার দ্বারা বন্ধনের কারণ অর্থাৎ মুক্তির বিঘ্নগুলিকে সরাইতে পারিলে পূর্ব্ব জন্মের সাত্ত্বিক প্রধান সংস্কার লইয়া জন্মলাভ করিতে পারিলে ইহজন্মেই মুক্তিলাভ হইতে পারে। শব্দ প্রমাণ বেদ হইতে জানা যায় যোগ সিদ্ধি দ্বারা প্রাতিভ জ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান লাভ করিয়া সপ্তদশ তত্ত্বাত্মক সূক্ষ্ম শরীরের সাহায্যে বিনা আবৃত্তিতে মুক্তির সুখ ভোগ করিয়া থাকে। মুক্তির দুই অবস্থা, এক অবস্থা যোগ বিভূতির লাভ হইলে প্রাতিভ জ্ঞানের

দ্বারা বিনা আবৃত্তিতে যখন যে আনন্দ ভোগের ইচ্ছা হইবে সেই আনন্দ বিকল্প মনের দ্বারা ভোগ করিতে পারিবে, আর এক অবস্থা পরমাত্মার সহিত নিরন্তর একনিষ্ঠ হইয়া সম্বন্ধ করিতে করিতে সমাধি লাভ করা। সংসারে জীবনমুক্ত পুরুষের প্রত্যক্ষতা উহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ওম্

জড় ও চৈতন্যের প্রভেদ

জড় সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই সংযোগ বিয়োগের উপযোগী ক্রিয়াশীল অনেক কারণের আশ্রিত, বিনাশী একদেশী জড়শক্তির অভাব পরতঃ প্রকাশ পরাধীন এবং ভোগ্য। জড় পদার্থ মাত্রেই বৃদ্ধি ও ক্ষয় বাহিরের সংযোগ ও বিয়োগের দ্বারা হইয়া থাকে, যাহা কিছু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষ সমস্তই জড় পদার্থ। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপ কার্য্য দেখিয়া জড়ের মধ্যে আকর্ষণ জাড্য ও বিকর্ষণ ক্রিয়া দেখা যাইতেছে, ইহাতে কারণ তত্ত্বের মধ্যে এই তিনরকম স্বরূপেরই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। কার্য্যের মধ্যে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক গুণ দর্শন করিয়া সত্ত্ব স্বরূপ রজ স্বরূপ ও তম স্বরূপ এই তিন রকম কারণের অনুমান হইয়া থাকে। সত্ত্ব অর্থে প্রকাশ রজ অর্থে ক্রিয়া ও তম অর্থে জড়তা। প্রকাশ অর্থে সৃষ্টি ক্রিয়া অর্থে প্রলয় ও জড়তা অর্থে স্থিতি। এই সমস্ত ক্রিয়া ও গুণ দর্শন করিয়া কারণতত্ত্ব অদৃশ্য হইলেও কার্য্য দেখিয়া অনুমান হইতেছে যে মূল কারণ সত্ত্ব, রজ ও তম স্বরূপ; এবং কার্য্য জগতের প্রত্যক্ষতা মূল কারণের অনাদিতত্ত্ব ও নিত্যত্ত্ব প্রমাণ করিতেছে। সৃষ্টির বিরাটত্ব দর্শন করিয়া এবং অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণাও শত শত রেণুর সংযোগে উৎপন্ন দেখিয়া কারণ তত্ত্ব যে অসংখ্য ও বিভু প্রমাণিত হইতেছে। ঋষি মহর্ষিগণ কারণ তত্ত্বের পরমাণু প্রকৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, বেদে সৃষ্টির

উপাদান কারণের বিরাট ও প্রধান আখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। জড় জগতের কারণ যে অনাদি ও নিত্য তাহার কোন সন্দেহই নাই।

চিৎ স্বরূপ জীবাত্মা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হইলেও ভোক্তার বিচিত্র জন্মের পরিণাম এবং ভোগের বিচিত্রতা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। এই শরীরের মধ্যে জড়ের গুণপর্ব্ব ছাড়া সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়া চক্ষুর উন্মেষ নিমেষ ইন্দ্রিয় বিকার, জ্ঞান গ্রহণ করিবার শক্তি প্রভৃতি বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া চিৎস্বরূপ জীবাত্মার জড় হইতে পৃথক্ অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। চিতি শক্তি অপরিনাশি ও সঙ্গ বর্জ্জিত। স্বরূপতঃ নির্গুণ বলিয়া চিৎ স্বরূপ জীবাত্মা জড়ের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শরীর গ্রহণ ও ত্যাগ দেখিয়া জীবাত্মা অণু একদেশী নিশ্চয় হইতেছে। বিচিত্র জন্ম ও ভোগ দেখিয়া জীবাত্মা যে অসহায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। জীবাত্মার ব্যক্তিভেদ অর্থাৎ শরীর রূপ আবরণের ভেদ অনুযায়ী পরতঃ প্রকাশ বলিয়া শাঁস ঢাকা অগ্নির মত অপ্রকাশ অবস্থায় থাকিলেও তাহার আবরণের বৃদ্ধি ও ক্ষয় দেখিয়া জড় কি চেতন নিশ্চয় হইয়া থাকে। চৈতন্যের আবরণ অর্থাৎ শরীরের পুষ্টি ও ক্ষয় ভিতর হইতে সাধিত হইয়া থাকে এবং জড় পদার্থের বৃদ্ধি ও ক্ষয় বাহির হইতে সংযোগ বিয়োগের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। জীবজগৎ ও জড়জগৎ উপরোক্ত লক্ষণের দ্বারা বিশেষ ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে; এখন অনেক অনুশয়ী স্থাবর জন্ম আছে, বাহির হইতে তাহাদের জীবনী-

ওম্

লিখিব কি ?

লেখার অন্ত নাই বক্তৃতারও শেষ নাই, দেশের লোকের কানের কাছে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চিৎকার করিয়া আসিতেছি, কেহ যে শুনে না ; দেশের লোকের হৃদয় নাই শুনিবার মত কান নাই শুনিবে কে ? কিসের মোহে মনুষ্য জাতি আজ পাগলের মত কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, মান, গৌরব, মনুষ্যত্বকে পদাঘাত করিয়া বেগের সহিত ছুটিতেছে। মানুষের শিক্ষা কেন্দ্রের উৎকর্ষতার জন্য চেষ্টার ত্রুটী নাই, বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের জন্য গবেষণাগারে পরীক্ষা করিবার জন্য কোটী কোটী অর্থ ব্যয়ের কোন কৃপণতা নাই, তবে কেন এমন হইতেছে ?

যে শরীরের জন্য ও ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য এত চেষ্টা চলিতেছে, একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছ সে কয়দিনের জন্য ? যাহারা এই পথের প্রদর্শক তাহাদের মধ্যে একজনও কি বলিতে পারেন এই সমস্ত ভোগের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ও ভোগ কয়িয়া কত সুখী হইয়াছেন এবং কয়দিন ভোগ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন ? কেহ কি জোর করিয়া বলিতে পারেন ভোগের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া কিছু শান্তি পাইয়াছেন ? বলিতে গেলে মিথ্যাই বলিতে হইবে, কারণ কোন ভোগই আকাঙ্ক্ষাশূন্য নহে এবং ভোগের কোন সীমা নাই। যত ভোগ বাড়িতে থাকিবে আকাঙ্ক্ষাও উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে এবং তাঁহার পূরণের জন্য উদ্বেগ ও অশান্তির সীমা থাকিবে না।

শক্তির কোন লক্ষণ দেখা যায় না, সেখানে উপরোক্ত লক্ষণ দেখিয়া জড় সৃষ্টি কি জীব সৃষ্টি নিশ্চয় করা যায়। চৈতন্যের দুই ভেদ আছে তন্মধ্যে জীবাত্মা চিৎস্বরূপ অজ্ঞ অনু একদেশী পরতঃ প্রকাশ এবং পরমাত্মা জ্ঞান স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ। জীবাত্মা ভোক্তাসম্বন্ধ অনুযায়ী বদ্ধ ও মুক্ত এবং পরমাত্মা অভোক্তা আত্মকাম সদামুক্ত। জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিজাতীয় চৈতন্য; জীবাত্মা স্থানু, পরমাত্মা অমূর্ত্ত অর্থাৎ স্থান অধিকার করেন না; জীবাত্মা অজ্ঞ, পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, জীবাত্মা চিৎস্বরূপ পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ। জড়ের সহিত চৈতন্যের স্বরূপতঃ ভেদ এবং জীবের সহিত ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদ শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় বিচারের দ্বারা সিদ্ধ।

———

ইন্দ্রিয় ভোগের দ্বারা সুখের অনুভূতি কতক্ষণ থাকে, যতক্ষণ তাহা আবৃত্তির দ্বারা বজায় রাখা যায়। আবৃত্তি করিতে মানুষের কতক্ষণ প্রবৃত্তি থাকে তাহা চিন্তাশীল মানুষ ভালভাবেই জানেন। ভোগ্য পদার্থ প্রাপ্তির জন্য কত সময় চেষ্টা উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করিতে হয় এবং ভোগ্য পদার্থ প্রাপ্তির পর কতক্ষণ ভোগের আনন্দ বজায় থাকে একবার চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে চৌদ্দ আনা সময় ভোগ্য পদার্থ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা উদ্বেগ ও অশান্তিতে কাটে এবং ভোগ সুখের দুই আনা সময়ও কাটে না। ভোগসুখ ও ক্ষণভঙ্গুর ও অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে মাত্র, তাহাতেই ব্রতহীন মনুষ্য সেই ক্ষণিক সুখের অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া ভোগ্য পদার্থের পশ্চাতে উন্মত্তের মত ছুটিতেছে। এখনকার মনুষ্য সমাজে ব্রত গ্রহণের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি ও তাহার ব্রত কি কোন শিক্ষা কেন্দ্রে ও বিজ্ঞানের গবেষণাগারেও কোন আলোচনা হয় না। বিদ্যার্থীকে যদি হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া হইত, তাহার আত্মার মধ্যেই মনুষ্যত্ব নিহিত আছে, শরীর ইন্দ্রিয়াদি করণ অর্থাৎ প্রয়োজন সিদ্ধির যন্ত্রবিশেষ, তাহা হইলে, কর্ম্মের ফলে বিচিত্র ভোগ শরীরের দ্বারা শাসনের প্রত্যক্ষতা তাহাদের চৈতন্য উদয় হইয়া আত্মার অনুকুল কর্ম্ম করিবার জন্য আগ্রহ দেখা যাইত। আধুনিক মনুষ্য সমাজ আত্মজ্ঞানের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করে না সেই কারণে সারা পৃথিবীর মনুষ্য সমাজের আজ এই অবস্থা। আমরা পাগল কাহাকে বলিয়া থাকি, যে বিচার শক্তি হারাইয়া উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া খেয়াল মত কার্য্য করিয়া থাকে, মনুষ্য সমাজ আজ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি ও

ব্রত কি না জানিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছে, তাই আজ বিজ্ঞানের শক্তি, ব্রতবিহীন বিজ্ঞানবিৎ বড় বড় রথীদের হাতে পড়িয়া দেশবাসীদের পাগলের সহিত বাস করিবার মত সর্ব্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় দীন কাটাইতে হইতেছে। ব্রতশূন্য বিজ্ঞানবিৎগণ পাগলের মত পার্থিব ঐশ্বর্য্যের মোহে অন্ধ হইয়া মনুষ্যত্বকে পদাঘাত করিয়া বেগের সহিত চলিয়াছেন; কিন্তু দেশবাসী যাহারা ভোগের ছায়ায় মত্ত, তাহারা তো প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছে জীবনের পনের আনা সময় দুঃখ অশান্তি ও উদ্বেগে কাটিতেছে, তাহাতেও তাহাদের মধ্যে এ মোহ নিবৃত্তির কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না; আত্মজ্ঞানের অভাবই ইহার কারণ নিশ্চয় হইতেছে।

প্রভাতী সঙ্গীত

এ শুভ প্রভাতে স্মরণ করিগো তোমারই ভগবান্ ।
চিরদিন তুমি সাথী হয়ে থেকো দিবসের মত সাথী হয়ে থেকো
সুখে দুঃখে তুমি সাথী হয়ে থেকো
করিও পরিত্রান । তোমারাই ভগবান
এ শুভ সময়ে স্মরণ করি গো……
দাও প্রভু মোরে এ দেহে শকতি
হৃদয়ে দাও গো অচলা ভকতি
কল্যাণে যেন সদা রহে মতি
এ মিনতি করিছে সন্তান ।
এ শুভ সময়ে……
বাক্য মোদের মধুময় হোক
কার্য্য মোদের মঙ্গল হোক
চিত্ত মোদের পবিত্র হোক
হোক হোক কল্যাণ
তোমারই ভগবান,—
কারও প্রাণে যেন ব্যথা নাহি দিই,
ব্যথা পেলে তারে বুকে তুলে নিই,
সকলেরে যেন আপনার ভেবে
ভালবেসে ঢেলে মন-প্রাণ ।
তোমারই ভগবান— ।

ঈশ্বরের করুণা

আমরা সকল শিশু, জোড় করি হাত
প্রণমি তোমারে প্রভু,
জগতের নাথ
তুমিই মাতার বুকে দুগ্ধ করি দান
শিশুকালে আমাদের,
বাঁচায়েছ প্রাণ
তুমিই গড়েছ এই, রবি শশি তারা
বর্ষার জল তব করুণার ধারা
পাখির সুমিষ্টগান তুমি শিখায়েছ
গোলাপ মল্লিকা ফুলে
সুগন্ধ দিয়াছো।
নিবারিতে তৃষ্ণা তুমি,
সৃজিয়াছ জল।
তোমার আদেশে বায়ু
বহে সুশীতল
মাতা পিতা ভাই বোন সখা সখীগণ
পাইয়াছি সব তব
দয়ার কারণ
অন্ন জল যাহা খাই, তাহাও তোমার
কে পারে বর্ণিত তব করুণা অপার
আনিয়া শ্রমের অন্ন নিজ মুখে দিব
যথা শক্তি দশজনে ডাকি
খাওয়াইব
এই আশীর্বাদ শুধু করুন ঈশ্বর
ধর্ম পথে থাকি শ্রমে
না হই কাতর ॥

ইত্যোম্ শান্তিঃ

ভজন তেওয়ারা

অসার সংসার ভাব মন সারাৎ সার
ভাবরে মন আমার নিরন্তর ।
সতত সত্যং ভাবরে নিত্যং,
অনিত্যং ভাব এই কলেবর ।
নলিনী দলগত সলিল যেমন
তেমতি মানবের চঞ্চল জীবন ।
কখনও কি হবে, অকূলে ভাসিবে
কাহারও সঙ্গে দেখা হবে নাকো আর,
কে তব মাতা পিতা, কে তব ভাই বন্ধু
কে তব দারা সুত অতীব অদ্ভূত
কে তুমি, তুমি কার এ মায়া চমৎকার
যেমন পথিকের সহিত প্রণয় পরস্পর ।।

দীনসেবক
ব্রহ্মচারী
শুদ্ধানন্দ

গান

আমরা আর্য ঋষির গোত্র গাহি বেদান্তের গান ।
রাখিব না মোরা মানুষে মানুষে কোন বাধা ব্যবধান ॥
সবজাতি ঘুচে রবে শুধু এক-সে হবে "মানব" জাতি ।
বিশ্বের মাঝে রবে না অপর, সকলে সবার জ্ঞাতি ।।
সকলে হইবে সবার সমান পাবে সম অধিকার ।
বিভেদ ভেদিয়া উঠিবে উচ্চে সাম্যের জয়াকার ।।
মিথ্যা "পুরাণ" বিধান ভাঙ্গিয়া সত্যকে ল'য়ে শিরে ।
গাহিব বিশ্বে জয় বেদগান মহান্ ঐক্য স্বরে ।।
শুনাব জগতে "এক ভগবান" তাঁর কোন রূপ নাই ।
কেন ভজে মর মাটি ও পাথরে ওরে ও মানুষ ভাই ।।
এই ত্রিজগত তাঁহার রচনা অসীম শকতি যাঁর ।
"তাঁর মূর্ত্তি গড়ে জীবন দান" ত্যাগ কর মিথ্যাচার ।।
মিথ্যা ত্যাগ আর সত্য সাধনায় কর তাঁর উপাসনা ।
সকল সময় সকলের তিনি, স্থিরমনে ডাক না ।।

(মুকুন্দ দাসের সুর)

মন্দিরে তোর দেবতা গড়ি
বল্ দেখিরে কারে পূজিস্
বহুরূপে সম্মুখে তোর, ছাড়ি কোথায় তাঁরে খুঁজিস্ ।
বৃথাইরে তোর শঙ্খরোল
ঘণ্টা নাড়ি আবোল তাবোল
অন্তরে তোর গণ্ডগোল, আসল কথা নাহি বুঝিস্ ।
জড়ের দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা
সজীবে তোর নাইরে নিষ্ঠা
ঈশ্বর যিনি জগৎ-স্রষ্টা, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেকে করিস্ ।
মাটির মূর্ত্তি পূজার তরে
ভোগ নৈবেদ্য থরে থরে
সামনে যারা শুকিয়ে মরে, তাদের দুঃখে তুই কি কাঁদিস ।
যে কয়না কথা দিলে শত
তার পায়ে তোর মাথা নত
অন্ধ বিশ্বাসী তোদের মত, শুধু কেবল তোরা আছিস্ ।
পূজা সেদিন সফল হবে
সত্য পথে চল্‌বি যবে
মনের মধ্যে দেখনা ভেবে, বেদবাণী কি কভু শুনিস্ ।